তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

সংবাদ

বুয়েট উপাচার্য খালেদা একরাম

ফারুক ওয়াহিদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক খালেদা একরাম না ফেরার দেশে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ব্যাংককের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ মে সোমবার রাত ৩টার দিকে তার মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

তিনি 'নন হজকিন্স লিম্ফোমাসহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ১০ দিন ধরে তিনি ব্যাংকক জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অধ্যাপক খালেদা একরামকে গত ১৩ মে রাতে চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ১৭ মে থেকে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক খালেদা একরামকে ২০১৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বুয়েটের উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়। খালেদা একরামের জন্ম ১৯৫০ সালের ৬ আগস্ট ঢাকায়- তবে পৈতৃক নিবাস বগুড়া।

তিনি বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রী ছিলেন এবং বুয়েটেরই স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বুয়েটে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। অধ্যাপক খালেদা একরামের মা ছিলেন শেখ হাসিনার সরাসরি শিক্ষক- তিনি আজিমপুর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ২০১৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বুয়েটের আচার্যের দায়িত্ব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাৎক্ষণিক এক সভায় বুয়েটের শিক্ষক সমিতি উপাচার্য নিয়োগে জ্যেষ্ঠতা লংঘনের অভিযোগ তুলেছিল এবং এ নিয়োগের বিরুদ্ধে বুয়েটের পরীক্ষার পর বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। বিরোধিতার ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান দেশবাসী। এখানে বুয়েটের শিক্ষক সমিতি বিরোধিতার স্বার্থেই বিরোধিতা করেছিল- যেহেতু শেখ হাসিনার পছন্দের উপাচার্য এখানে বিরোধিতা করতেই হবে। অথচ শেখ হাসিনা সবদিক বিবেচনা করে এ 'মিনি পাকিস্তান'কে উদ্ধার করার জন্য এ নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুয়েটের শিক্ষক সমিতি আর আন্দোলনে যায়নি।

বাংলাদেশের মেধাবীদের তীর্থস্থান 'বুয়েট'-এ প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক খালেদা একরাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি ১১ সেপ্টেম্বর' ১৪ বৃহস্পতিবার দেশের দ্বিতীয় নারী উপাচার্য হিসেবে দীর্ঘ ৩৯ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক খালেদা একরামকে ৪ বছরের জন্য বুয়েটের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। খালেদা একরাম সংস্কৃতমনা শিক্ষানুরাগী পরিবারে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব-কৈশোর-যৌবন কেটেছে ঢাকার আজিমপুর এবং ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায়। কিন্তু সবকিছু ঢাকাকে কেন্দ্র করে হলেও পৈতৃক নিবাস বা দাদার বাড়ি বগুড়া। খালেদা একরামের পিতার নাম মো. একরাম হোসেন। বাবা একরাম হোসেন স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর আইনশাস্ত্র পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি (অনার্স) ক্লাসে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এলএলবিতে (অনার্স) ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সবাইকে চমকে দেন। আইন পেশার স্বার্থে চাকরির প্রথম দিনই তিনি অনেক বিশেষণ যোগ করে মনের মাধুরী মিশিয়ে চমৎকার বক্তব্য পেশ করলে কোর্টের বিচারক, আইনজীবী এবং উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যায়- সেদিন কোর্টে এ নবাগত তরুণ আইনজীবীকে দেখার জন্য ভিড় লেগে যায় এবং সবারই প্রশ্ন কে এ একরাম হোসেন? কিন্তু এই নবাগত তরুণ আইনজীবী একরাম হোসেন সেদিনই আবার সবাইকে আরেকটি চমক লাগিয়ে দেন। আইন পেশার স্বার্থে সেদিন কোর্টে কিছু মিথ্যা কথাও তাকে বলতে হয় কিন্তু এজন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং সেদিনই তিনি আইনজীবীর পেশা থেকে পদত্যাগ করেন এবং সবাইকে বলেন এ পেশার জন্য আমি উপযুক্ত নই- তাই আজকেই ছিল আমার জীবনের প্রথম মিথ্যা কথা বলা এবং এটাই জীবনের শেষ মিথ্যা বলা। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে ১৯৩৬ সালে ফিরে এসে অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং তারপর তিনি শিক্ষা বিভাগে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। অবশেষে তিনি শিক্ষা বিভাগের জনশিক্ষা পরিচালক (ডিপিআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। খালেদা একরামের মা ২০ বছর বয়সে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বেথুন (Bethoon) কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারত তথা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে ৪র্থ মুসলিম স্নাতক। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি লন্ডন চলে যান এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের পর তিনি শিক্ষকতায় যোগ দেন। খালেদা একরাম চার বোনের মধ্যে তৃতীয় এবং তাদের কোনো ভাই ছিল না। বড় বোন উদ্ভিদ রোগবিদ্যা বিষয়ে পিএইচডি করেছেন ইংল্যান্ড থেকে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বোন লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে এমএস ডিগ্রি নিয়ে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) লন্ডনের বাংলা প্রোগ্রাম বিভাগে যোগদান করেন। ৪র্থ অর্থাৎ সবচেয়ে ছোটবোন ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে একটি কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির খালেদা আকরামের শৈশবের কিছুটা দিন যশোর ও সিলেটে কেটেছে বাবার চাকরির বদলিজনিত কারণে। যশোরে বাসার সামনে একটি পুকুরে সাঁতার কাটা হতো এবং একটি আর্ট স্কুলে তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়। আব্বার ঢাকায় ফিরে আসা। ঢাকায় আজিমপুরের সরকারি বাসার সামনেই ছিল কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জলের একটি পুকুর- শৈশবে সেখানেও সাঁতার কেটেছেন। শৈশবেই আঁকাআঁকির প্রতি ঝোঁক ছিল। প্রথমে আজিমপুর গার্লস স্কুল ও হলিক্রসে অধ্যয়ন এবং ঢাকার হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হন। বাবা চেয়েছিলেন মেয়েকে পদার্থবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াতে কিন্তু খালেদা একরামের ইচ্ছা আর্কিটেকচার পড়া। বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে খালেদা একরাম হয়েছিলেন ৩য় এবং আর্কিটেকচারে ৭০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনি হয়েছিলেন ৫ম। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থান হলেও তিনি আর্কিটেকচারেই ভর্তি হন। তিনি ছিলেন ক্লাসে একমাত্র মেয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পর তিনি বুয়েটে একই ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ১৯৭৭ সালে লেকচারার খালেদা একরাম বৃত্তি নিয়ে 'ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার' (EWC) হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনুলুলুতে চলে যান এবং পরের বছর তার স্বামীও বৃত্তি নিয়ে একই স্থানে যোগদান করেন। খালেদা একরামকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখে হনুলুলুতে সবাই তাকে ভারতীয় মনে করতেন- তখন তিনি খুব দুঃখ পেতেন এবং সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে, আমি ভারতীয় নই- আমি বাঙালি- আমাদের দেশটি রক্ত দিয়ে কেনা- আমরা ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি- এবং আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হলো ভারতের পূর্ব দিকে। খালেদা একরাম Urban and Regional Planning বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা ফিরে আসেন এবং বুয়েটে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ১৯৯২ সালে লুন্ড ইউনিভার্সিটি অব সুইডেনের অধীনে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের উদ্দেশে সুইডেন চলে যান। দেশে ফিরে আসার ৩ বছরের মধ্যে তিনি পূর্ণ অধ্যাপকে উন্নীত হন এবং অবশেষে তাকে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করা হয়। ১৯৯৯ সালে তাকে একটি অনুষদের ডিন নির্বাচিত করা হয় এবং যেটা ছিল বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ডিন। অধ্যাপক খালেদা একরামের তিন সন্তানের মধ্যে ২ কন্যা এবং ১ পুত্র। শিক্ষক পরিবারে জন্ম অধ্যাপক খালেদা একরামের ধমনীতেও শিক্ষকের রক্ত প্রবাহিত- তাই তিনিও শিক্ষকতাকে ভালোবেসে এ পেশাকেই বেছে নেন এবং শিক্ষার্থীরা তাকে সেরকমই ভালোবাসেন। বুয়েটের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক খালেদা একরাম 'তবু তরী বাইতে হবে, খেয়া পাড়ি দিতেই হবে, যতই ঝড় উঠুক সাগরে' ঠিক এভাবেই আমৃত্যু উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

[লেখক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা]